দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

অবশেষে শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটিও ভেঙ্গে দেয়া হলো !

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় শেষ পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা দেবার জন্য গঠিত কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিএনপিপন্থী শিক্ষক-কর্মচারীদের

(১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অবশেষে শিক্ষক কল্যাণ

(প্রথম পাতার পর)

সংগঠন শিক্ষক- কর্মচারী ঐক্যজোট কিছু অভিযোগ তুলে এই কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে আসছিল। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, শিক্ষকদের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি পুনর্গঠন দুঃখজনক। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৪ এপ্রিল থেকে তিন বছরের জন্য কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ট্রাস্টি বোর্ডের সচিবের পদ থেকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদকে সরিয়ে সেখানে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ ফারুক এর আগের কমিটিরও সদস্য সচিব ছিলেন। এছাড়া কল্যাণ ট্রাস্টের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি দেশের বেসরকারী শিক্ষকদের অবসর বা মৃত্যুর পর এককালীন অনুদান দেয়ার কাজ চালিয়ে আসছিল। ইতোমধ্যে এই কমিটি প্রায় নয় হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ২৫ কোটি টাকা এককালীন অবসর সুবিধা হিসাবে বিতরণ করেছে। কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য ১৬ সহস্রাধিক আবেদনের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে পর্যায়ক্রমে চেক ইস্যু হয়ে আসছিল। ১৯৯০ সাল থেকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন হলেও বছরখানেক ধরে ব্যাপকভাবে শিক্ষকদের আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছিল। '৯০ সালে জাতীয় সংসদে কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাস হওয়ার পর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের উৎসস্থল থেকে শতকরা ২ ভাগ হারে চাঁদা ট্রাস্টের তহবিলে জমা হতে থাকে। '৯০ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ঢিমেতালে চলে ট্রাস্টের কার্যক্রম। সাবেক বিএনপি সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে দু'দফায় মোট ২৯ কোটি টাকা প্রদান করে। কিন্তু ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড পুরোদমে শুরু করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে যখন কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয় তখন ফান্ডে ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। বর্তমান কমিটির আমলে ২৫ কোটি টাকা বিতরণের পরও প্রায় দেড় শ' কোটি টাকা জমা আছে বলে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানান।

এদিকে কল্যাণ ট্রাস্টের পুনর্গঠিত কমিটিতে পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান থাকবেন শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম- এবং শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি ড. এটিএম শরীফুল্লাহ। এ ছাড়া কমিটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সরকার মনোনীত একজন করে সদস্য রয়েছেন। কলেজ কোটায় মনোনীত দু'জন সদস্য হলেন প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম এবং অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। এই দু'জনের মধ্যে প্রফেসর শরীফুল ইসলামকে করা হয়েছে ট্রাস্টের সদস্য সচিব। এ ছাড়া স্কুল কোটা থেকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূইয়া ও নজরুল ইসলাম, মাদ্রাসা কোটা থেকে মাওলানা এম এ লতিফ ও মাওলানা ইউনুস, কর্মচারী কোটা থেকে সাহাবুদ্দিন দেওয়ান ও আবুল কালাম আজাদকে মনোনীত করা হয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি পুনর্গঠনের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা ট্রাস্টের সদস্য সচিব পদে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদকে না রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, কাজী ফারুকের নেতৃত্বে ফেডারেশন নির্দলীয় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবে না এবং সকল পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের মর্যাদা সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবে। বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন ফেডারেশন নেতা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আসাদুল হক, অধ্যক্ষ একেএম জহিরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মারেফা খাতুন প্রমুখ।